নারীবাদী ব্যাখ্যার আলোকে ‘আত্মসম্মান’ এবং আত্মসম্মান ও পরিচর্যানীতির সাদৃশ্য

আফিফা আফরিন

বর্ষপঞ্জির পাতা ২০১৬ সাল ছুঁয়ে গেলেও মানব সভ্যতার অর্ধেক অংশীদার নারীর প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব কমে নি এক তিলও। পিতৃতান্ত্রিকতা নারীর ‘আত্মসম্মান’-এর বিষয়টি কখনো আমলে আনতে চায় নি। এ পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের যাঁতাকলে পিষ্ট নারী পুরুষের তুলনায় নিজেকে হীন, অমর্যাদাবান হিসেবে জানতে শিখে, হীনম্মন্যতায় ভোগে। আত্মোপলব্ধি গড়ে ওঠার পরিবর্তে তার মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা। এর পরিপ্রেক্ষিতে নারী হয়ে ওঠে আত্মসম্মানহীন। অথচ ব্যক্তির নিজের গুরুত্ব বা মূল্যকে তুলে ধরে একমাত্র ‘আত্মবিশ্বাস’ই। সমাজের অবরোধপ্রথা এবং অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীর আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ নেই। ফলে তার আত্মসম্মান গড়ে ওঠাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রবন্ধে আমি নারীবাদী ব্যাখ্যার আলোকে ‘আত্মসম্মান’ কেন নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আলোকপাত করব। তা ছাড়া, নারীবাদী প্রেক্ষাপটে ‘আত্মসম্মান’ আলোচনা করার পাশাপাশি আত্মসম্মান ও পরিচর্যানীতির সাদৃশ্য সম্পর্কেও দৃকপাত করব।

আত্মসম্মান কী

‘আত্মসম্মান’ এমন একটি বিষয়, যা প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্জন করতে চায়। কেননা আত্মসম্মান আমাদের নিজস্ব মূল্য বা গুরুত্বকে তুলে ধরে। এটি আমাদের ভেতর নিরাপত্তাবোধের জন্ম দেয়। আমরা যখন আত্মসম্মানের বাইরে গিয়ে কোনো আচরণ করি, তখন আমাদের বিব্রত হতে হয়। এককথায় ‘আত্মসম্মান’ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অন্যদের সম্মান করার মতো আত্মসম্মান অনেকটা বহুমাত্রিক এবং অন্তর্ভেদীমূলক। এটা মানুষের অনুভূতি, মূল্যায়ন, প্রভাব, আশা, অনুপ্রেরণা, কার্যকারণ এবং তার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে, যা ব্যক্তির নিজের নৈতিকতা বা আদর্শিকতাকে সম্মান দিতে শেখায়। এটি আমাদের জীবনকে মূল্যবান ভাবতে শেখায়। সহজ করে বলা যায়, আত্মসম্মান হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা, ওই ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির আলোকে তাকে জানা, তার পরিচর্যানীতি অটল রাখা ও তার জীবনমানের উন্নতি বিধান করা।

আত্মসম্মান, আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস

আত্মসম্মানের সাথে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আত্মসম্মানের অভাবে মানুষ হীনম্মন্যতায় ভোগে, যা তার আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। হীনম্মন্যতা ব্যক্তিকে দুর্বল করে তাকে ব্যক্তিত্বহীন ও পশ্চাৎপদ করে তোলে। অন্যদিকে আত্মোপলব্ধি বা আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ না থাকলে আত্মসম্মানবোধ জন্ম নিতে পারে না। যে ব্যক্তির মধ্যে যথার্থভাবে আত্মোপলব্ধি ঘটে না, তাকে হতাশা গ্রাস করে এবং আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিতে পরিণত করে।

নারীর আত্মসম্মান কেন প্রয়োজন

আমাদের নিজেদের প্রতি এক ধরনের নির্ভরতা দেয় বলে আমরা প্রত্যেকেই আত্মসম্মান অর্জন করতে চাই। আত্মসম্মান আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিস্ফূটিত হতে সাহায্য করে। নারীবাদীরা মনে

করেন, সূক্ষ্ম কৌশলে সমাজ নারীকে আত্মসম্মান গড়ে তুলতে বাধা দেয় এবং প্রগতিশীল কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নারীকে এমনভাবে বড়ো করা হয় যে নারী নিজেই আত্মসম্মানের প্রেক্ষিতে চিন্তা করতে পারে না। এতে নারী পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা একদিকে তাকে সমাজে কোণঠাসা অবস্থানে ঠেলে দেয় এবং অন্যদিকে অধিকারবঞ্চিত করে।

নারীমুক্তির ক্ষেত্রে আত্মসম্মান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আত্মসম্মান নারীকে আত্মবিশ্বাসী এবং শক্তিশালী করবে। নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে হলে নারীকে অবশ্যই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হতে হবে। এই ধারণা থেকে অ্যান ফার্গুসন নারীবাদী শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারীকে তার মূল্য, যোগ্যতা, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছেন। নারীবাদের সমর্থক অন্যান্য সংগঠনও নারী অধিকার অর্জনে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

আত্মসম্মান-এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আত্মসম্মান-এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দার্শনিকগণ কখনো মনস্তাত্ত্বিক এবং কখনো দার্শনিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করেন :

দার্শনিক ব্যাখ্যা : আত্মসম্মান একটি নৈতিক প্রত্যয়। নিজের মর্যাদা রক্ষা করা নৈতিক দায়িত্ব। এটি এমন একটি দায়িত্ব যা ব্যক্তি স্বয়ং 'ব্যক্তি' হিসেবে পালন করবে (আখতার, ২০০০)। এখানে আত্মসম্মানকে একটি নৈতিক গুণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। একে অযৌক্তিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে কখনো ব্যাখা করা যাবে না। এভাবে আত্মসম্মান ব্যক্তির নিজের প্রতি নৈতিক যে দায়িত্ব, সে দায়িত্বের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে যায়।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : আত্মসম্মানকে ব্যক্তির আচরণের প্রেক্ষিতে মনোবিজ্ঞানে বিচার করা হয়। ব্যক্তির জীবনের আদর্শ বাস্তবায়নের পরিকল্পনার সাথে আত্মসম্মান সংশ্লিষ্ট। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আত্মসম্মান কোনো নৈতিক অর্থ প্রকাশ করে না। এ মত অনুসারে, ব্যক্তি নিজে যে প্রত্যাশিত (worthy) আচরণ করে তাই আত্মসম্মান।

ডায়ানাটিমিয়ার্স-এর আলোচনায় আত্মসম্মান

ডায়ানাটিমিয়ার্স দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে দুটির সমন্বয়ে আত্মসম্মান সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, উভয় ব্যাখ্যার ত্রুটি ও সন্তোষজনক দিক থাকায় আত্মসম্মান সম্পর্কে জানার জন্য আমরা কোনোটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না। তাঁর মতে, আত্মসম্মানের মধ্যে তিনটি উপাদান রয়েছে, এগুলো হলো :

ক. দৃষ্টিভঙ্গি (attitude)

খ. আচরণ (conduct) ও

গ. লক্ষ্যবস্তু (object aimed at)

ব্যক্তিসত্তা এবং মূল্য উভয়ের মধ্যে যখন সংগতি থাকে তখন তা আত্মসম্মানের মধ্যে পড়ে বলে মিয়ার্স মনে করেন। আত্মসম্মান যেহেতু নিজস্বমূল্যকে প্রকাশ করে, তাই আমরা বলতে পারি আত্মসম্মানের অধিকারী ব্যক্তি ব্যক্তিত্বশীল হবেন। আত্মসম্মান স্বাধীনসত্তার সাথে সম্পর্কিত, তাই নারীর ক্ষেত্রে আত্মসম্মান বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। নারীকে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ

করে দিতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারীর বাধ্যতামূলক কাজ; যেমন, বিবাহ, মাতৃত্ব, গার্হস্থ্য কাজ ইত্যাদি শিথিল করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নারীর আত্মসম্মান যেন বিকশিত হয়, সেজন্য সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। মিয়ার্স স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন।

রবিন ডিলন-এর আলোচনায় আত্মসম্মান

রবিন ডিলন আত্মসম্মান সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, 'আত্মসম্মান' আত্মসত্তা সম্পর্কে ব্যক্তির বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রত্যাশাযুক্ত একটি যৌগিক বিষয়। এটি নিজের সত্তা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা এবং নিজের ওপর বিশ্বাসকে তুলে ধরে। রবিন ডিলন মনে করেন, আত্মসম্মান ব্যক্তির নৈতিক অধিকার ও সেগুলোর অনুশীলনের সাথে জড়িত। ব্যক্তিসত্তার নিজেকে যথাযথ মর্যাদায় গণ্য করা, স্ব-সত্তাকে যথাযথ নৈতিক মূল্যে মর্যাদাবান করা এবং সে অনুসারে আচরণ করাও আত্মসম্মানের বিষয়। মূলকথা হলো, ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদার অধিকারীকে আত্মসম্মানের অধিকারী বলা হয়।

ডিলন আত্মসম্মান সম্পর্কে দুটি ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

ক. মূল্যায়নমূলক আত্মসম্মান

খ. স্বীকারমূলক আত্মসম্মান

মূল্যায়নমূলক আত্মসম্মান : স্ব-সত্তা সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়ন এবং ব্যক্তি হিসেবে স্ব-সত্তার ওপর বিশ্বাস মূল্যায়নমূলক আত্মসম্মানের প্রথম কথা। উদাহরস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'আমি আমার নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন'। এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করছি, এটা মূল্যায়নমূলক আত্মসম্মান।

স্বীকারমূলক আত্মসম্মান : ডিলন একজন ব্যক্তিকে 'ব্যক্তি' হিসেবে স্বীকার করাকে আত্মসম্মানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সমাজে গণ্য হওয়ার জন্য 'ব্যক্তি' একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তেমনি ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হবার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন সেগুলো আবার আত্মসম্মানের জন্যও প্রয়োজন। ডিলন মনে করেন, ব্যক্তি হওয়ার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে স্বীকারমূলক আত্মসম্মান।

ডিলনের মতে, স্বীকারমূলক আত্মসম্মান নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বোঝায় :

- কাউকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করা;
- ওই ব্যক্তির স্বকীয় নৈতিক মূল্য এবং পদমর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন করা;
- নারী বা পুরুষ যাকেই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করা হবে, তার প্রতি নৈতিকভাবে আচরণ করতে বাধ্য থাকা; এবং
- উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে স্বীকার করে, মূল্যায়ন করে ও উপলব্ধি করে তার সাথে সংগতিপূর্ণ আচরণ প্রকাশ ও তার বিন্যাস করা।

রবিন ডিলন মূল্যায়নমূলক আত্মসম্মান প্রসঙ্গে নৈতিক সত্তার বিষয়টিকে নির্দেশ করলেও স্বীকারমূলক আত্মসম্মান প্রসঙ্গে 'ব্যক্তি' বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বীকারমূলক আত্মসম্মান মূল্যায়নমূলক আত্মসম্মান অপেক্ষা অধিক বাস্তব, প্রায়োগিক এবং কম ভাববাদী।

'ব্যক্তি' প্রত্যয়টির সংজ্ঞায়ন কঠিন কাজ। সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুসারে 'ব্যক্তি' আত্মমর্যাদার অধিকারী সত্তাবিশেষ। নৈতিকতা সম্বন্ধে সচেতন সত্তামাত্রই স্বাধীন সত্তা। ব্যক্তি বলতে এই ক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তাকে বোঝানো হয়েছে, যে নৈতিক সত্তা এবং 'ব্যক্তি'র মধ্যে দায়িত্ববোধ ক্রিয়াশীল।

আধুনিক দর্শনে কার্তেজীয় ও নব্য-কার্তেজীয় ব্যাখ্যা অনুসারে 'ব্যক্তি' এমন একটি সত্তা, যা নৈতিক, ধারণাগত, বৌদ্ধিক, স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। নারীবাদ 'ব্যক্তি'সত্তার এমন ব্যাখ্যাকে পুরুষতান্ত্রিক হিসেবে বিচার করেছে এবং দ্বিমত প্রকাশ করেছে। ব্যক্তিসত্তা বলতে নারীবাদীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা জগতে যে 'ব্যক্তি'মানুষ রয়েছে তাকে উল্লেখ করে। এ ব্যাখ্যা কার্তেজীয় ভাববাদী, বিমূর্ত, সারসত্তা সর্বস্ব ব্যাখ্যার বিরুদ্ধতা করে।

রবিন ডিলন নারীবাদী ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। কিন্তু স্বীকারমূলক আত্মসম্মান 'ব্যক্তি' সম্বন্ধে সার্বিক ব্যক্তির কথা বলে, যা নারীবাদী সংজ্ঞার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তিনি দাবি করেন যে, নারীর ক্ষেত্রে আত্মসম্মানের অভাব স্বীকার করা হয় এজন্য যে নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বকীয় নৈতিক মূল্যকে সার্বিকের সদৃশ নয় বলে মনে করা হয়। নারীর ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর তাই স্বকীয় মূল্যের জন্য এগুলো অপ্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এমন পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীর মধ্যে ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে না, তাই গড়ে ওঠে না আত্মসম্মানও। সমাজ তাই নারীকে হীন, অধস্তন মানুষ হিসেবে গণ্য করে। নারী নিজেও এমন চিন্তায় আবিষ্ট থাকে। রবিন ডিলনের মতে, স্বীকারমূলক আত্মসম্মান অনুসারে কোনো বস্তু সম্মানের পাত্র হওয়ার জন্য বস্তুর ওই বৈশিষ্ট্যগুলোকে গণ্য করা হবে, যেগুলো বস্তুকে সম্মানীয় করে তোলে। রবিন ডিলন 'আত্মসম্মান' সম্বন্ধে সার্বিক, বিমূর্ত, অধিবিদ্যক ধারণাকে অসংগত মনে করেন এবং বাস্তব স্বাতন্ত্র্যদানকারী বৈশিষ্ট্যকে সংগত বলে মনে করেন।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে নারীবাদীরা নারী পরিপ্রেক্ষিত, নারীর অভিজ্ঞতা ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যদানকারী বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। রবিন ডিলন স্বীকারমূলক আত্মসম্মানের সার্বিক দিকটিকে বাতিল করেন; কেননা নারী যে অধস্তন অবস্থায় বাস করে সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ক্ষেত্রে আত্মসম্মান বা স্বকীয় ব্যক্তিসত্তাকে মূল্যায়ন করতে হবে, যা সার্বিক ব্যক্তিসত্তার আলোচনায় স্থান পায় নি। রবিন ডিলন এর নবসংজ্ঞায়নের ওপর জোর দেন।

রবিন ডিলন এটিকে নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান বলে অভিহিত করেন। আমি যা, যেভাবে আছি, নিজেকে সেভাবে জানব, অর্থাৎ নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান ব্যক্তির 'আমিত্ব'কে সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচনা করে।

রবিন ডিলনের নব্যব্যাখ্যায় 'নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান' এটাই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিসত্তার সকল বৈশিষ্ট্যই আত্মসম্মানের জন্য সংগত। এমন বিবেচনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আত্মসম্মানের অধিকারী ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হবে, পুরুষের মতোই নারী মর্যাদা লাভ করবে, সমাজ নারী প্রেক্ষিত ও নারী অভিজ্ঞতাকে যথার্থ স্বীকৃতি দেবে। নারীর আত্মসম্মান গড়ে ওঠার পটভূমিতে নারীর সামাজিক ভূমিকাতেও পরিবর্তন সূচিত হবে।

রবিন ডিলনের নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান আমাদের এমন পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে। নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান নারীর ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিসত্তাকে সম্মানের অবস্থায় তুলে ধরে নি, বরং নিতান্ত সাধারণ, মামুলি বিষয় হিসেবে উপেক্ষা করে। নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হলো এটি পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং এটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

গিলিগানের পরিচর্যানীতি ও আত্মসম্মান

নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান ক্যারল গিলিগান কর্তৃক প্রণীত পরিচর্যানীতির সাথে সাদৃশ্যমূলক। গিলিগান নারী অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার আহ্বান জানান। পরিচর্যানীতি প্রসঙ্গে গিলিগান আবেগ-অনুভূতি-ভালোবাসা ইত্যাদি দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নারীর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে আত্মস্বার্থবাদী, পরার্থবাদী সর্বশেষে অহিংসনীতির উদ্ভবের কথা বলেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, নারী তার পরিবেশের অন্যান্য সত্তার প্রতি সংবেদনশীল থাকে এবং পরিচর্যানীতি দিয়ে সম্পর্ক নির্মাণ করে। নারীর আবেগ-অনুভূতিপূর্ণ সংবেদনশীল সত্তা নারীকে পরিবেশের প্রতি পরিচর্যাশীল করে তোলে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

রবিন ডিলন মনে করেন, নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান, গিলিগান প্রণীত নারীর পরিচর্যাশীল নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সমন্বিত। নিজের প্রতি এবং অপর সত্তার প্রতি নারীর পরিচর্যাশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, নারী আত্মসম্মানের অধিকারী এবং মোটেও কোনো পরাধীন সত্তা নয় বরং আত্মনির্ভরশীল সত্তা। তাই বলা যায় যে নারীও স্বকীয় সত্তার অধিকারী।

উপসংহার

সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নতি সাধনে সক্রিয় করে তোলা সমাজের কল্যাণের স্বার্থেই প্রয়োজন। এজন্য নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রয়োজন, যা আমরা নারীর আত্মসম্মান ছাড়া আশা করতে পারি না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গোঁড়ামির কারণে নারী আত্মসম্মানহীন ও পরনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এর ফলে নারীরা তাদের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারে না, তাদের আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ থাকে না। তাতে নারী প্রতিনিয়ত নানা বঞ্চনার স্বীকার হয়, তারা নিজের অধিকার অর্জনে সোচ্চার হতে পারে না এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হয়।

আশার কথা হলো, নারীর আত্মসম্মান নিয়ে ভাবনা-চিন্তার নতুন নতুন দ্বার খুলে যাচ্ছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, 'আত্মসম্মান' সম্পর্কে নারীর ক্ষেত্রকে গিলিগানের পরিচর্যানীতি ও রবিন ডিলনের নারীবাদী স্বীকারমূলক আত্মসম্মান যথাযথভাবে তুলে ধরে। এ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোকে নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর পরিপ্রেক্ষিত ও নারীর অনুভূতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেও পুরুষকে যেসব বিষয় বৈশিষ্ট্য দান করে এ ব্যাখ্যা সেসব বিষয়কেও অবমূল্যায়ন করে না।

পরিশেষে বলা যায়, নারীর আত্মসম্মানের ভিত্তি যত মজবুত হবে, নারী তত বেশি অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতা ও সম্মানের ভিত্তিতেই আমরা একটি সুন্দর ও সমতাপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পারব।

আফিফা আফরিন সুইসকনট্যাক্ট, বাংলাদেশ-এ কর্মরত। afifa101@gmail.com

তথ্যসূত্র

আখতার, রাশিদা (২০০০), 'নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট', ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ